গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (১১তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
সভার তারিখ ও সময়	:	১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, বেলা ১০.০০ টা
স্থান	:	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী এর কমিউনিটি সেন্টার হল রুম।
উপস্থিতি	:	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট –"ক" তে দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভায় বোর্ডের কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এর ১.৩ নং ক্রমিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে ৪টি সভা আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশিকা ২০২৩-২৪ অনুযায়ী ৪টি সভার মধ্যে ন্যূনতম ২টি সভা আবশ্যিকভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে বড় পরিসরে অনেক বেশি সংখ্যক অংশীজনের উপস্থিতিতে আয়োজন করার নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের অংশীজনের উপস্থিতিতে ১ম সভা আজ রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে।

০২। সভায় রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত সেবাসমূহ ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করেন এবং উপস্থিত সকলকে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাদের মূল্যবান মতামত/পরামর্শ প্রদানের আহবান জানান। অতঃপর সভায় উপস্থিত সকলে নিম্নোক্ত আলোচনা/মতামত ব্যক্ত করেন:

০৩। জনাব মীর মোঃ শাফিন মাহমুদ, উপপুলিশ কমিশনার, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, রাজশাহী- এরকম একটি সভা আয়োজনের জন্য প্রথমেই বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, কল্যাণ বোর্ডের এসব সেবা সম্পর্কে তিনি এই প্রথম অবগত হলেন। বোর্ড হতে যে সব সুবিধা দেওয়া হয় তা শুধু শহর কেন্দ্রীক না হয়ে তৃনমূল পর্যায়ে যেন সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। বিশেষ করে সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ব্যাপকভাবে অবহিত নন। তিনি জটিল ও ব্যয় বহুল চিটিকৎসার বিষয়ে আরও প্রচার-প্রচারণা চালানোর অভিমত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সভাপতি জানান যে, আমাদের কার্যালয়গুলোতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সাধারণ চিকিৎসার বেশি সংখ্যক আবেদন আসে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এবং তার পরের অবস্থানই হলো বাংলাদেশ পুলিশ। বিষয়টি জেনে তিনি খুশি হন এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে, চিকিৎসা অনুদানের বিষয়ে আবেদনকারী যেন কোনো জাল জালিয়াতির আশ্রয় না নিতে পারে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

০৪। জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী বলেন যে, শিক্ষাবৃত্তি ১৩-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের সন্তানদের প্রদান করা হচ্ছে। তিনি ১০ গ্রেড থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীর সন্তানদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের সুপারিশ করেন। একইসাথে একজন কর্মচারীর জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা একাধিকবার প্রয়োজন হতে পারে বিধায় এ অনুদান একাধিক বার প্রদান এবং এ অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের পরিমাণও সর্বোচ্চ ৪০ হাজার থেকে বৃদ্ধি করলে সেবাগ্রহণকারীগণ যথাযথ উপকৃত হবে। এর জবাবে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বলেন যে, মেধাবৃত্তি প্রদানের জন্য একটি প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা খুব শীঘ্রই কার্যকর হতে যাচ্ছে। কর্মচারীদের মাসিক বেতন থেকে কর্তনকৃত কল্যাণ তহবিলের চাঁদার পরিমাণ ১% সর্বোচ্চ ১৫০ টাকার পরিবর্তে ১% হারে কর্তন করা হলে সাধারণ চিকিৎসা অনুদান বছরে ৪০ হাজার থেকে বর্ধিত হারে প্রদান করা যাবে বলে সভাপতি উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করেন। এছাড়া জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান বৃদ্ধি করা, কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি তাঁদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দেরকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ খাতে সরকারি অনুদান পাওয়া সাপেক্ষে এ সিদ্ধান্তটিও বাস্তবায়ন করা হবে।

০৫। জনাব মোঃ শাহজালাল, উপ সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার অফিস, রাজশাহী সভায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অনলাইন সেবার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, সেবার আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। এতে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হয়ে জবাব প্রেরণ করতে পারি। এ পদক্ষেপ নিশন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। তিনি বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নিজস্ব হাসপাতাল তৈরি করার অনুরোধ জানান। তিনি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে ১৬-৪০ বছর এবং ৪০ বছরের উর্ধে বয়স এমন কর্মচারীদের জন্য আলাদা ইভেন্ট রাখার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সভাপতি জানান যে, ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য হাসপাতাল তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বোর্ড কর্তৃক বিভাগীয় পর্যায়ে একজন করে চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কম মূল্যে প্যাথলজিক্যাল সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতালের সাথে (MOU) করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

০৬। জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী সভায় মতামত ব্যক্ত করেন যে, মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স চালু করা যেতে পারে এবং প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো বিনামূল্যে প্রদান করলে মেয়েরা এগিয়ে আসতে পারে।

০৭। জনাব মো: আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, রাজশাহী সভায় জানতে চান যে, চিকিৎসা গ্রহণের কতদিনের মধ্যে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদানের জন্য আবেদন করতে হয়। তিনি মতামত প্রদান করেন যে, কর্মকর্তা/কর্মচারীর চিকিৎসাজনিত কারণে সেবার আবেদন অফিস থেকে ফরওয়ার্ড করা হয় বিধায় মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাগ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে EFT তে প্রেরণ করার পর সংশ্লিষ্ট অফিসকে অবহিত করা হলে অফিস সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে অবগত থাকবে।

০৮। পরিশেষে সভায় নিম্নরূপভাবে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. ১০-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে;
২. কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাগণের কোনো পরামর্শ থাকলে তা বোর্ডকে লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়;
৩. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে ৪০ বছরের উর্ধে বয়স এমন কর্মচারীদের জন্য আলাদা ইভেন্ট রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৪. বোর্ড প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের অফিসগুলোতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
৫. সেবার মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাগ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে EFT তে প্রেরণ করার পর সংশ্লিষ্ট অফিসকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা যেতে পারে;
৬. কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বৃদ্ধি ও সরকারি অনুদান বরাদ্দ সাপেক্ষে সাধারণ চিকিৎসা অনুদান এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে;
৭. চিকিৎসা অনুদানের আবেদনে আবেদনকারী যেন কোনো জাল জালিয়াতির আশ্রয় না নিতে পারে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

০৮। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/
২১/০৯/২০২৩
(ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

নং: ০৫.৮১.০০০০.০০৭.৩৭.০১১.২২ - ৪২৬/১

তারিখ: ২৯/০৯/২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।
২. উপসচিব, শৃঙ্খলা-৩ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩. পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী।
৫. মহাপরিচালক (সচিব) এর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা, (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. অফিস কপি/ওয়েবসাইট।

২৯/০৯/২০২৩
(আছফিয়া মেহবুবা)
প্রোগ্রামার